তৃতীয় অধ্যায়

লোককথার ভাষা

কথাসাহিত্যের এক অত্যন্ত শক্তিশালী রূপ হল মৌখিক সাহিত্য। পৃথিবীর প্রতিটি জাতির মধ্যেই লিখিত কথা সাহিত্যের ধারা পাওয়া না গেলেও মৌখিক সাহিত্যের ধারা পাওয়া যায়। মানুষের স্বার্থেই ধীরে ধীরে সাহিত্যের মূল ধারার স্থানটি নিতে থাকে লিখিত সাহিত্য, মৌখিক সাহিত্য চলে যায় নৈঃশব্দের আড়ালে। কিন্তু সমাজের প্রান্তজনদের জানতে হলে তাদের সমাজকে উপলব্ধি করতে হলে বুঝতে হয় সেই সব প্রান্তবাসীদের মুখের ভাষা, প্রাণের ভাষা। আলোকপ্রাপ্ত মানুষের সাহিত্যের প্রতিফলনে এই সব প্রান্তিক মানুষজনের জীবনকে পাওয়া যাবে না।

লোককথা লোকজীবনের শব্দভাষ্য। সমসময়ের প্রচলিত শব্দ ভাণ্ডার, বাক্যের অন্বয় পদ্ধতিকে ব্যবহার করেই গড়ে ওঠে লোককথার শরীর। বিষয়ানুসারে উত্তরবঙ্গের লোককথার যে শ্রেণিবিভাগ, তার মধ্যে সমাজ ভাষাসূত্রের কোন কোন বিশিষ্টতাগুলো চোখে পড়ে এখানে তা-ই হবে আমার আলোচ্য বিষয়।

সমাজ ভাষা বৈজ্ঞানিকের কাছে লিখিত ভাষা নয়, মুখের ভাষাই গবেষণার জন্য কাম্য। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে মানুষকে বাস করতে হলে তাকে যেমন সমাজের কিছু নিয়ম বা অনুশাসন মেনে চলতে হয়, সমাজে মানুষের ভাষা ব্যবহারও তেমনি কিছু নিয়ম দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বাক্-ব্যবহার তেমনি কিছু নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশিষ্ট অঞ্চলের ভাষা, বিশিষ্ট নৃ-জাতির ভাষা, বিশিষ্ট পেশাগত বা বৃত্তিগত লোকসমাজের ভাষা প্রভৃতির মধ্যে 'Folk-Etymology'র রূপ লক্ষ্য করা যায়। বলা যায় যে, ভাষা সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ়, তাই এই সুসম্পর্কের জন্যই লোক ভাষাকে গ্রামীণ ও লোকজরূপ ধরে বর্ণনা করা যেতে পারে।

লোককথা বাক্ধর্মী লোকসাহিত্যের একটি ধারা। বাক্ভাষা বা মৌখিক ভাষাকে অবলম্বন করেই লোককথার বহু বিচিত্র প্রকাশ ঘটে। সেদিক থেকে লোককথাকে সাধারণ ভাবে বলা যায়

মৌখিক ধারার সাহিত্য বা 'Verbal Art'। বাক্‌ভাষাশ্রয়ী লোককথা লোকসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। 'উত্তরবঙ্গের লোককথা' আলোচনায় উত্তরবঙ্গে লোকভাষার প্রাসঙ্গিকতা এখানেই—লোককথাগুলি শুনে, তার অবিকৃত ভাষারূপ থেকে বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা।

'উত্তরবঙ্গ' বলতে অবিভক্ত বঙ্গে রাজশাহি বিভাগের আটটি জেলা। নদী দ্বারা এই ভৌগোলিক অঞ্চলের সীমা নির্ধারণ করলে বলতে হয়, আসামের সংকোশ (স্বর্ণকোষ) থেকে গঙ্গা ও পূর্ববঙ্গের পদ্মা থেকে নেপালের মেচি নদী পর্যন্ত এই সীমা বিস্তৃত। ভৌগোলিক বা প্রশাসনিক বিভাগানুসারে পশ্চিমবঙ্গে 'উত্তরবঙ্গ' বলে কোন নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডকে চিহ্নিত করা হয়নি। মালদহ, উত্তরদিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার —এই ছয়টি জেলার প্রায় বাইশ হাজার বর্গ কিমি, এলাকাকে 'উত্তরবঙ্গ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। আলোচ্য অংশে মূলত জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার —মূল এই দু'টি জেলা এবং প্রসঙ্গক্রমে বাকি চারটি জেলা —দার্জিলিং, উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলার কিছু অংশ এসে যাবে। সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই জেলাগুলির মধ্যে প্রচুর মিল রয়েছে অর্থাৎ আলোচ্য জেলাগুলিকে একই বলয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

প্রাচীন উত্তরবঙ্গ পৌন্ড্রবর্ধন, গৌড়, বরেন্দ্রভূমি, কামতাপুর, ভিতরগড় প্রভৃতি রাজ্য ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত মানস'-এ উত্তরবঙ্গের নাম বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রি বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। অবিভক্ত বাংলার যে ভূখন্ডটি গঙ্গানদীর উত্তরপাড় এবং ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত সেই ভূ-খন্ডটি উত্তরবঙ্গ নামে পূর্বে পরিচিত ছিল বলে জানা যায়। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সভাপতি আব্দুল ওয়াহাব মাহমুদ সম্পাদিত 'ইতিহাস অনুসন্ধান' পুস্তকে বিশিষ্ট লেখক ও ইতিহাসবিদ ড. আনন্দ গোপাল ঘোষ বলেছেন যে, 'উত্তরবঙ্গসহ উত্তরপূর্ব ভারত হল ইন্দো-মঙ্গোলয়েডজনগোষ্ঠীর বাসভূমি। নৃ-গোষ্ঠীগত দিক থেকে উত্তরবঙ্গের যেমন আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে তেমনি এ অঞ্চলের লোককথাও এই অঞ্চলের মানুষজনের চলমান জীবন স্রোতে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে; তবে তার গতি শান্ত ও মন্থর।'

উত্তরবঙ্গের আদি বাসিন্দা হিসেবে প্রধানত রাজবংশী এবং পলি ও দেশি জনগোষ্ঠীর কথা ঐতিহাসিক-ভাষাবিদগণ স্বীকার করেছেন। পলি বা পলিয়া ও দেশি সম্প্রদায় দুই (উত্তর/দক্ষিণ) দিনাজপুর ও মালদহ জেলার মধ্যে সীমিত। অন্যদিকে রাজবংশী বা ক্ষত্রিয় রাজবংশী সম্প্রদায় সারা উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে, বিশেষ করে কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় অন্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় সংখ্যায় অনেক বেশি।

১৯১১ এবং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে পলিয়া ও রাজবংশীয়দের তালিকাভূক্ত করা হয়। ১৯০১এর জনগণনায় কোচ-এর উপশাখা হিসেবে রাজবংশী সম্প্রদায়ের কথা নথিভূক্ত হলেও, ১৯২১এর লোকগণনায় কোচ ও রাজবংশীকে পৃথক জনগোষ্ঠীরূপে চিহ্নিত করা হয়। পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে ১৯১০ সালের লোকগণনার সময় 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি' গঠিত হওয়ার পর জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পূর্বতন দিনাজপুর, অধুনা বাংলাদেশের রংপুর, আসামের গোয়ালপাড়া এবং বিহারের পূর্ণিয়া জেলার রাজবংশী সম্প্রদায় নিজেদেরকে ক্ষত্রিয় বলে প্রকাশ করে।

১৯১১ সালের লোকগণনা অনুসারে উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যা সর্বমোট ১২০৩৬২৯২ জন। জেলাগুলির মধ্যে জলপাইগুড়িতেই লোকসংখ্যা সর্বাধিক। তারপরেই মালদহের স্থান। দার্জিলিং জেলার লোকসংখ্যা সবচেয়ে কম। উত্তরবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ৮৬ % গ্রামে বাস করে। বাকি ১৪% শহরে বাস করে। উত্তরবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ৩১.১৯% তপশিলী এবং ১০.৪৭ % আদিবাসী সম্প্রদায়ের। তপশিলী-তালিকায় ৫৯টি সম্প্রদায় রয়েছে; আর আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংখ্যা ৩৮ টি। তপশিলী তালিকাভূক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজবংশী সম্প্রদায়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

জেলা	মোট জনসংখ্যা	রাজবংশী সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা(শতকরা)
কুচবিহার	২১,৭১,১৪৫	৫০%
দার্জিলিং	১৩০০০০০	৩০%
জলপাইগুড়ি	২৪০০০০০	৬০%
মালদহ	২৬০২৭০০	৪০%
উত্তর দিনাজপুর	১৯২৬৭২৯	৬০%
দক্ষিণ দিনাজপুর	১২৯২৪০০	৬৫%

সূত্র-(ড. দ্বিজেন্দ্র নাথ ভকত, 'গণচাবুক', শারদ সংকলন, ১৭ই অক্টোবর ১৯৯৮)

রাজবংশী সম্প্রদায়ের মৌখিক ভাষার উল্লেখ পাওয়া যায় সর্বপ্রথম জর্জ আব্রাহম গ্রীয়ারসনের 'Linguistic Survey of India'-য়। জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসনের মতে, যেহেতু প্রধানত রাজবংশী সম্প্রদায় এই ভাষা ব্যবহার করে, তাঁর মতে এই ভাষা 'রাজবংশী ভাষা'। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের দিক থেকে এই ভাষাকে 'কামরূপী উপভাষা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ড. সুকুমার সেন, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সহমত পোষণ করে 'কামরূপী উপভাষা'ই বলেছেন। ''কামরূপের তথাকথিত কোচ শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি নরনারায়ণের লেখা এই পত্রের (অসমরাজ চুপামফাকে লিখিত, ১৫৫৫) ভাষাকে স্বাভাবিক কারণেই কামরূপী বা রাজবংশী ভাষার নিদর্শন ধরে নেওয়া উচিত।'' (ড. সুখবিলাস বর্মা, ভাওয়াইয়া, পৃ-৮১) রাজবংশী না কামরূপী—কোন নামকরণটি যুক্তিযুক্ত এ প্রসঙ্গে ড. নির্মল দাশ মহাশয়ের নাম উল্লেখ করা যায়। ড. নির্মল দাশ মহাশয়ের মতে একমাত্র রাজবংশী সম্প্রদায় ব্যতীত উত্তরবঙ্গের আরো বিভিন্ন সম্প্রদায় —মুসলমান, খেন, যোগী, রাভা, মদেশিয়, গারো প্রভৃতি জনজাতির মানুষ যেহেতু রাজবংশী কথ্য ভাষা ব্যবহার করে, তাই তিনি এই উপভাষাকে রাজবংশী উপভাষা না বলে 'কামরূপী উপভাষা' বলেছেন।

রাজবংশী বা কামতাপুরী—সমগ্র উত্তরবঙ্গে ব্যবহৃত এই মৌখিক ভাষায় স্বতন্ত্রতা একটি লক্ষণীয় বিষয়। এই স্বতন্ত্রতা'র অন্যতম কারণ উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, অন্যান্য কারণ সহ পারস্পরিক ভাষা বিনিময়, সামাজিক এবং প্রশাসনিক কারণে এই উপভাষা সৃষ্টি হয়েছে।

সমাজে মানুষকে বাস করতে হলে তাকে যেমন সমাজের কিছু নিয়ম বা অনুশাসন মেনে চলতে হয়, সমাজে মানুষের ভাষা ব্যবহারও তেমনি কিছু নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই 'কিছু নিয়ম'এর মুখের ভাষাই আমার আলোচ্য বিষয়ের একটি দিক। দশকের পর দশক ধরে মৌখিক ভাবে চলে আসা প্রান্তবাংলার লোককথাগুলিতে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে ভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তা বিশ্লেষণের আয়াস কাম্য। তাই ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমরা আলোচনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি—

১। ভাষার ইতিহাস (History)
২। ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)
৩। রূপতত্ত্ব (Morphology)
৪। শব্দ ভাণ্ডার (Vocabulory)
৫। বাক্যবিন্যাস রীতি(Syntax)।

উত্তরবঙ্গের লোককথা ঃ ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে আর্যগণ ভারতে এসে প্রথমে সপ্তসিন্ধুর কূলে বসবাস করেছিলেন। সেখানে তাঁরা যে ভাষায় কথা বলতেন, তারই মার্জিত সাহিত্যিক রূপের নিদর্শন পাওয়া যায় 'বৈদিক সংহিতা'য়। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দিকে ভারতের মধ্যাঞ্চল তাঁদের অধিকারভুক্ত হয়। এই সময়কালের মধ্যে তাঁদের কথ্যভাষায় আরও পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তৎকালীন ভাষার সংস্কার সাধন করে তৈরী করা হয় আর একটি সাহিত্যিক ভাষা- যার নাম 'সংস্কৃত' ভাষা। মূলতঃ মহামুনি পাণিনিই এর প্রধান সংস্কারক। এখানে আমরা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দু'টি সাহিত্যিক রূপের সন্ধান লাভ করি- একটি 'বৈদিক সংস্কৃত', অপরটি এই 'লৌকিক সংস্কৃত'। এর বাইরে ছিল ভাষার প্রধান ধারাটি,যা কথ্য ভাষারূপে লোকের মুখে মুখে ফিরতো। আর্য - আগমনের পর এই হাজার বছরের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় কথ্য ভাষায় অনেক বিবর্তন ঘটে। ফলে পরবর্তীকালে অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা যে রূপান্তর লাভ করে তাকে ভাষাবিজ্ঞানীগণ নাম দিয়েছেন 'মধ্যভারতীয় আর্যভাষা' ।এই 'মধ্যভারতীয় আর্যভাষা'রই প্রচলিত নাম 'প্রাকৃতভাষা'।

পশ্চিমভারতে বা পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রাকৃতের নাম শৌরসেনি। দক্ষিণ ভারতের প্রাকৃতের নাম মহারাষ্ট্রী। উত্তরভারতের প্রাকৃতের নাম পৈশাচী। আর পূর্বভারতের প্রাকৃতের নাম মাগধী। এই মাগধী (মগধ, বিহার এবং তার আশপাশের অঞ্চল) প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশের সৃষ্টি হয়। এই মাগধী-প্রাকৃত ভাষারই অপভ্রংশের বিবর্তিত রূপ (মৈথিল মগহীর)—কামরূপী। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই ভাষাকে পশ্চিম কামরূপী উপভাষা বলেছেন। এই কামরূপী উপভাষাই উত্তরবঙ্গে 'কামতাপুরী' বা 'রাজবংশী' উপভাষা বলে পরিচিত।

ভাষাচার্য ড. সুকুমার সেন 'প্রত্নভাষা'র উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেছেন প্রত্নভাষা থেকে বাংলা, উড়িয়া, অসমিয়া ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রত্নভাষা হ'ল পূর্বী অবহট্ট বা পূর্বী অপভ্রংশ, যা কামরূপ অঞ্চলের মানুষজনের মুখের ভাষা হিসেবে চলিত ছিল। এই পূর্বী অবহট্ট বা পূর্বী অপভ্রংশই হল ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'মৈথিল মগহী'। এই 'মৈথিল মগহী' বা 'পূর্বী অবহট্ট' হল কামরূপী উপভাষার মূল উৎস।

ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতানুসারে উপভাষা সম্পর্কে আলোচনা প্রধানত ধ্বনির উচ্চারণ বিশেষত্বকে নির্দেশ এবং মূল ভাষার রূপের বিকৃতি নিরূপণ করা, যার মধ্যে মিশে থাকে কিছু আঞ্চলিক বিশেষত্ব।

উত্তরবঙ্গের লোকভাষা

উত্তরবঙ্গের এই কথ্য মৌখিক-ভাষাটির বিস্তীর্ণ অঞ্চলের স্বরধ্বনি উচ্চারণের রীতির পার্থক্য লক্ষ্য করা গেলেও জলপাইগুড়ি, কুচবিহার এবং দার্জিলিং জেলার কোন কোন বিশেষতঃ জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্ত অঞ্চলের উচ্চারণ রীতির মিল দেখতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের বর্ণগুলির উচ্চারণ প্রায় সংস্কৃত ভাষার স্বরধ্বনির উচ্চারণের মতো। দক্ষিণবঙ্গের অর্থাৎ গঙ্গাপাড়ের বঙ্গালি উপভাষার ধ্বনি উচ্চারণের সঙ্গে যতটা ভিন্নতা ঠিক ততটাই নিকটতম মনে হয় রাঢ় অঞ্চলের উচ্চারিত সংস্কৃত ধ্বনির সঙ্গে।

ধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য ঃ

১. উত্তরবঙ্গের প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষায় শ্বাসাঘাতের কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই।

২. 'জ'-এর প্রচলন বেশি। 'য'-এর ব্যবহার বিশেষ দেখা যায় না। ভাষাচার্য ড. সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে জ = Zএর মত উচ্চারিত হয়। সাধারণত উচ্চারণে 'জ' এবং 'য'-এর পার্থক্য দেখা যায় না।

যেমন ঃ 'জান তায় জাও।'

=jān tāy jāo.

৩. যুগ্ম বর্ণের পূর্বে নাসিক্য ধ্বনি মৃদু হতে হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন—

সংস্কৃত	বাংলা	উত্তরবঙ্গের প্রচলিত মৌখিক ভাষা	রোমান উচ্চারণ
কন্টক	কাঁটা	কাটা	kātā
হংস	হাঁস	হাস	hās
বংশ	বাঁশ	বাশ	bāsh
কম্প	কাঁপা	কাপা	kāpā
পঞ্চ	পাঁচ	পাচ	pāc
গ্রন্থ	গাঁথা	গাতা	gatā

৪. মূর্ধণ্য বর্ণ সমষ্টির স্থানে দন্ত্য, ওষ্ঠ্য, তালব্য বর্ণের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন——

বাংলা		প্রচলিত	রোমান
রাত্রি	রা>না - দন্ত্যবর্ণ	নাতি	nati
রাজা	রা>না - দন্তবর্ণ	নাজা	najā
রূপা	রূ>নু/উ - ওষ্ঠ্যবর্ণ	নুপা/উপা	nupā /upā
তেষ্টা	তে>টি - তালব্য বর্ণ	টিসা	tisā

৫. শ,ষ,স-এর উচ্চারণ অনির্দিষ্ট নিয়মে হয়। যেমন —

বাংলা	প্রচলিত	রোমান
আষাঢ়	আসার	āsar
ষোল	সোল	solo
বিষাদ	বিসাদ	bisad
কিষান	কিশান	kishān
বিষ	বিশ/বিস	bish/biṣ

৬. 'ন'-এর উচ্চারণ 'ল' এবং 'র'-এর উচ্চারণ 'ন' হয়। যেমন—

বাংলা	প্রচলিত	রোমান
নল	লল	lal
লাল	নাল	nal
লাজ	নাজ	nāj
নাড়ু	লাড়ু	lāṛu
নিলাজ	লিলাজ	lilāj
লাউ	নাউ	nāu
রাতি	নাতি	nāti
রওয়া	নওয়া	naoyā
রঙ	নঙ	naṅ
রক্ত	নক্ত	nakto

৭. ক্ষেত্র বিশেষে 'র' > 'অ' উচ্চারিত হয়। যেমন —

বাংলা	প্রচলিত	রোমান
রঙ	অঙ	aṅ
রক্ত	অক্ত	akta

৮. পদের মাত্রা বা অক্ষর (Sylleble) হ্রাস পায়। যেমন —

বাংলা	প্রচলিত	রোমান
গেছিনু	গে-চুং	gecuṅ
কবিরাজ	কোইব-রাজ	koibrāj
কুষ্মান্ড	কুম-ড়া	kumṛā
পয়সা	পাই-সা	pāisā

ধ্বনি পরিবর্তন

স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (Anaptyxis or Vowel Insertion) ঃ

শব্দ উচ্চারণের পরিশ্রম লাঘব করার জন্য যুক্ত ব্যঞ্জন ভেঙে স্বরধ্বনির আগমন উত্তরবঙ্গের মৌখিক ভাষার অন্যতম রীতি। যেমন —

বাংলা	প্রচলিত	রোমান
লজ্জা	নইজ্জা	naijjā
গ্লাস	গিলাস	gilās
শ্রাদ্ধ	ছেরাদ্দ	cherādda
শ্লোক	ছোলক	cholok

স্বরসঙ্গতি (Vowel Hermony) ঃ

শব্দের পূর্বস্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বর কিংবা পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরের উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়। যেমন —

বাংলা	প্রচলিত	রোমান
দুয়ার	দুবোর	dubor
কোকিল	কুকিল	kukil
বিরেন	বিরিন/বেরেন	birin/beren
শিমুল	শিমিলা	shimilā
শেখা	শিখা	shikhā
ডোবা	ডুবা	dubā

অপিনিহিতি (Epenthesis) ঃ

বাংলা	প্রচলিত	রোমান
আসিলাম	আইসলুং	**āisluṅ**
বসলাম	বইসলুং	**boisluṅ**
কাব্য	কাইব্য	**kāibya**
লক্ষ্য	লইক্ষ্য	**loikhyo**

'য়'-শ্রুতি এবং 'ব' -শ্রুতি ঃ

পাশাপাশি দু'টি স্বরধ্বনি থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের মাঝে 'য়' এবং 'ব'-এর আগমন ঘটে। যেমন —

বাংলা	প্রচলিত	রোমান	আগমন
খাওয়া	খায়া	khāyā	য়
নেংটি ইঁদুর	সলেয়া	saleā	য়
ছাওনি	ছাবনি	chābni	ব
নওদারি	নবদারি	nabdāri	ব

বর্ণ বিপর্যয় ঃ

বাংলা	প্রচলিত	রোমান
রিক্সা	রিসকা/নিসকা	riskā/niskā
বাক্স	বাস্কো	bāsko
পিশাচ	পিচাশ	pichāsh

সমীকরণ (Assimilation) ঃ

পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি ব্যঞ্জনবর্ণের একটি অন্যটির মত উচ্চারিত হয়। যেমন —

বাংলা	প্রচলিত	রোমান
এতদিন	এদ্দিন	æddin
ইচ্ছা	ইচ্চা	icca
গল্প	গপ্প	gappo
কর্ম	কম্ম	kamma
চন্দন	চন্নন	cannon

স্বরাগম (Prothesis) ঃ

শব্দের আদিতে, মধ্যে বা শেষে স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন উত্তরবঙ্গের প্রচলিত কথ্যভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন —

বাংলা	প্রচলিত	রোমান
স্কুল	ইস্কুল	iskul
ম্লান	মৈলাম	mēlām
বানর	বান্দর	bāndor
স্পর্ধা	আস্পর্ধা	āspardhā
স্বামী	সোয়ামী	soyāmī
পোড়ামুখ	পোড়ার মুখ	poṛārmukh

ধ্বনিলোপ বা বর্ণলোপ ঃ

প্রচলিত কথ্য ভাষায় উচ্চারণের সুবিধার জন্য বর্ণ-বিশেষের লোপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন —

বাংলা	প্রচলিত	রোমান
বড়-বাবা	বড়বা	baṛbā/baṛobā
স্থান	থান	thān
ফাল্গুন	ফাগুন	phāgun
লক্ষ্মী	লক্ষী	lokkhī
বাবাহে	বাহে>বায়	bāy

উত্তরবঙ্গের লোককথা — শব্দভাণ্ডার

- প্রকৃতি
  - শব্দপ্রকৃতি
  - ধাতুপ্রকৃতি

- সংস্কৃত শব্দ
  - তৎসম
  - তৎভব
- দেশি শব্দ
  - নিজস্ব
  - হিন্দি
  - মৈথিলি
  - সাওতালি
  - মুন্ডা
  - রাভা
  - বোড়ো
  - নেপালী
  - ইত্যাদি
- বিদেশি শব্দ
  - ইংরাজি
  - ফরাসি
  - ওলন্দাজ
  - আরবি
  - পারসি
  - ইত্যাদি
- নিজস্ব শব্দ

উত্তরবঙ্গের কথ্যভাষা ঃ শব্দ সম্পদ

ভারতীয় প্রাচীন আর্যভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় বেদে। এই বৈদিক ভাষা বা ছান্দসই ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষাগুলির উৎসস্থল। সময়ের পরিবর্তনে উচ্চারণের রকমফেরে প্রাচীন বৈদিক ভাষার বিকৃতি ঘটতে থাকে। সেই বিকৃত ভাষার নাম 'প্রাকৃত ভাষা'; যার মাধ্যমে সমসাময়িক সময়ে সাধারণ মানুষজন বাক্-বিনিময় করত। এই প্রাকৃত ভাষাও আবার ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়ে অপভ্রংশ ভাষার রূপলাভ করে। আর এই অপভ্রংশ থেকেই বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির এবং বাংলার আঞ্চলিক উপভাষাগুলির উদ্ভব হয়।

উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম আদি জনগোষ্ঠী-রাজবংশী সমাজের মুখের ভাষাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা যে শব্দগুলি পাই সেগুলি শ্রেণি বিন্যাস করলে পাওয়া যায় —

ক) সংস্কৃত শব্দ

(১) তৎসম শব্দ, (২) তদ্ভব শব্দ।

খ) দেশি শব্দ

গ) বিদেশি শব্দ

ঘ) নিজস্ব শব্দ।

সংস্কৃত শব্দ ঃ

আর্যদের এদেশে আসার পর এদেশের প্রাকৃতিক অবস্থানের ফলে এবং এদেশের আদি নিবাসী অনার্য জাতিদের সঙ্গে সংঘাত ও মিলনের ফলে লোকের মুখে মুখে প্রাচীন বৈদিক ভাষার অতিদ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তখন পাণিনি প্রমুখ বৈয়াকরণ, দ্রুত পরিবর্তনের ফলে ভাষা দেহে যে বিকৃতি ঘটেছিল, তা রোধ করার জন্য ব্যাকরণের অনেক নিয়ম করে ভাষার সংস্কার করেন। এই সংস্কারের ফলে যে ভাষার উদ্ভব হয়, সেই ভাষাই 'সংস্কৃত ভাষা' নামে পরিচিত লাভ করে।

তৎসম শব্দ ঃ

তৎ = তাহা, অর্থাৎ সংস্কৃত + সম = সমান। শিষ্ট বাংলা ভাষার কিছু কিছু শব্দ সামান্য বিকৃত উচ্চারণে উত্তরবঙ্গের মৌখিক কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হয়, এই শব্দগুলিকে তৎসম শব্দের তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। যেমন,—

বাংলা	প্রচলিত তৎসম	রোমান
সন্ধ্যা	সইন্দা/সইন্‌ঝা	saindā/sainjhā
রীতি	নীতি	nīti
ভাণ্ড	ভানডো	vāndo
নিশি	নিশা	nishā
কুৎসিৎ	কুঠাট্	kuthāt
মিনতি	মিন্‌তি	minti
ভূ	ভুই	vūi
সত্য	সৈত্য	saityo
শরীর	শরীল	sharīl

তদ্ভব শব্দ ঃ

'তৎ' তাহা অর্থাৎ সংস্কৃত বা মূল আর্যভাষা; তার থেকে 'ভব' বা উৎপন্ন। উত্তরবঙ্গের মৌখিক কথ্যভাষার প্রাণ এই তদ্ভব শব্দ। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর কথ্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দ ভাণ্ডারের বেশ বড় একটা অংশই তদ্ভব শব্দ। যেমন—

বাংলা	তদ্ভব (প্রচলিত)	রোমান
মৎস্য	মাছ	māch
কর্ণ	কান	kān
কৃষ্ণ	কানু	kānu
অদ্য	আজি	āji
বধূ	বউ	bou
গ্রন্থ	গাতা	gātā
স্থূল	থলা	thalā
গন্ধ	গোন্দ	gondo
টক	ট্যাঙা	tæṅā
কুয়ো	চূয়া	cūyā
পংক্তি	পাইত	pāit
হাতানো	হাস্তা	hāstā
সখী	সই	soi
দীর্ঘ	দীঘল	dīghol
থুথু	ছ্যাপ	chæp
সঙ্গ	সাংরা	sāṅrā
নব	নয়া	nayā
দেবর	দ্যাওরা	dæorā
ময়লা	মইলা	moilā

বাংলা	তদ্ভব (প্রচলিত)	রোমান
ফুরফুরে	ফরফরা	farfarā
ফুটো	ফোরং	foroṅ
উঠোন	আইনা	āinā
বৃষ্টি	ঝরি	jhori
আচমকা	হুমসুমারী	humsumārī
ভূমিকম্প	ভইচাল	voicāl
তেলতেলে	ত্যালত্যালা	tæltælā
ঘুটঘুটে	ঘুটঘুটা	ghutghutā
ছড়ানো	ছ্যারাবেরা	chærābærā
বৌদি	ভাউজ	vāuj
ঝগড়া	ক্যাচাল	kæcāl
মুতুরে	মুতুরা	muturā
চকচকে	চকচকা	cakcakā
ধবধবে	ধকধকা	dhakdhakā
ছাড়পোকা	ওরোশ	orosh
ধোঁয়া	ধুমা	dhumā
ভাগ্নে	ভাগিনা	vāginā
দিদিমা	আবো	ābo

দেশি শব্দ ঃ

আর্যদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই এদেশে দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক, মোঙ্গলয়েড ইত্যাদি অনার্যদের বাস ছিল, তাদের নিজস্ব ভাষাও ছিল। বাংলায় এই আদিম অধিবাসীদের ভাষার কিছু কিছু শব্দ যেমন গৃহিত হয়েছে, তেমনি এই প্রাচীন অনার্য অধিবাসীদের ভাষার কিছু কিছু শব্দ উত্তরবঙ্গের আদি অধিবাসীদের কথ্য ভাষাতেও গৃহিত হয়েছে। প্রাচীন অনার্য অধিবাসীদের ভাষার যেসব শব্দ গৃহিত হয়েছে, তাকেই 'দেশি শব্দ' বলা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্তরের ভেতর দিয়ে নানারূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই দেশি শব্দগুলি গৃহিত হয়েছে। যেমন —

১। হিন্দি শব্দ উপাদান ঃ

হিন্দি শব্দ	প্রচলিত	রোমান
উঝান	উজান	ujān
ভাটি	ভাটি	vāti
বটুয়া	বাটুয়া	bātuyā
আঁচ	আচ	āc
বিল্লী	বিলাই	bilāi
ভূমিচাল	ভইচাল	voicāl
বিতা	বিতা	bitā
বাই	বাই	bāi
আংধাধ্যুং	আন্দাধুন্দা	āndadhundā
আধমরা	আধামরা	ādhāmarā
কমজোর	কমজুরী	kamjurī
বংদর	বান্দর	bāndor
জেব	জ্যাব	jæb
দো-মহলা	দোমলা	domlā
মচান	মাচাং	mācāṅ

হিন্দি শব্দ	প্রচলিত	রোমান
ভাঁও	ভাও	bhāo
কুলমিলকর	কুল্লায় মিলি	kullāymili
সংতরা	সন্তরা	santarā
ভাবিজী	ভাউজি	vāuji
ফিরাক	ফারাক	fārāk
ফির	ফির	fir
ভরভরি	ভরভরি	varvari

২। সাঁওতালি উপাদান ঃ—

সাঁওতালি	প্রচলিত	রোমান
ভুতকুড়া	ভুটকা	vutkā
আটকুড়িয়া	আটকুড়া	ātkuṛā
ধুমাধুম	ধুমধুমা	dhumdhumā
ভিড়া	ভিড়া	viṛā
খুটমাট	খোলটা/খোটলা	kholṭā/ khotlā

৩। মুণ্ড উপাদান ঃ—

মুণ্ড	প্রচলিত	রোমান
বিলা	বিলা	bilā
ডেংগুয়া	ডাংয়ুয়া	dāṅyuyā
হুকোরি	হুকারী	hukāri
মাই	মাইনো/মাঈ	māino/māi
মুগা	মুগা	mugā
ঝোতা	সোতা/সেওতা	sotā/seotā

৪। তাই-উপাদান ঃ—

তাই শব্দ	প্রচলিত	রোমান
জান	যান	jān
ফাউ	ফাও	fāo
থোংয়া	ঠোনা	thonā
ডোগ	ডোং/ ঢোঙল	don/dhonl

৫। বোড়ো উপাদান ঃ—

বোড়ো শব্দ	প্রচলিত	রোমান
জিরা	জিরা	jirā
গাব	গাব	gāb
সিলেক	সিলা/ছিলা	silā/chilā
ডুবলী	ডাবরী	dābrī
বাখলিয়া	বাখলা	bākhalā

৬। মৈথিলী উপাদান ঃ—

মৈথিলী	প্রচলিত	রোমান
ভাকউ	ভাকাউ	vākāu
দেহা	দেহা	dehā
অলপ	অল্প	alpo
ভাগি	ভাগি/ভাগ	vāgi/vāg
হাম	হামার/ আমার	hāmār/ āmār
মানলুঁ	মানিলুং/ মানলুং	māniluṅ/ mānluṅ

৭। নেপালী উপাদান ঃ—

নেপালী	প্রচলিত	রোমান
ভগুরা	ভাকুয়া	vākuyā
দলাই	দলাই	dalāi
ঝক্মক্	ঝকমক	jhakmak
ডোলি	ডেলি	deli
কাম্মাই	কামাই	kāmāi
ঝগরা	ঝগরা	jhagorā
দাউরা	দারুয়া	dāruyā
ময়ি	মুই	mui
ঘাউ	ঘাউয়া	ghāuyā
কহংনু	কনু	kanu

বিদেশী শব্দ

উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিদেশী জাতির আগমন ঘটেছে। এসব বিদেশীয়দের যে সমস্ত শব্দ নিজস্ব রূপে বা কিছু বিকৃত হয়ে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় প্রবেশ করেছে, সেই সমস্ত শব্দকে বিদেশী শব্দরূপে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। উত্তরবঙ্গের এই কথ্যভাষা, তার স্বীকরণ ক্ষমতার বলে এই সব বিদেশী শব্দকে এমনভাবে আপন করে নিয়েছে যে, এদের বিদেশী শব্দ বলে অনেক সময় চিহ্নিত করাই যায় না। বিদেশী শব্দের মধ্যে ইংরেজী, আরবী, ফার্সী, ও পতুর্গীজ শব্দই বেশী পরিমাণে গৃহীত হয়েছে। এবার আমরা বিভিন্ন বিদেশী শব্দের কয়েকটি করে উদাহরণ দেখার প্রয়াস পাব—

ক) আরবী শব্দ ঃ—

আরবী শব্দ	প্রচলিত	রোমান
কেচ্ছা/কিচ্ছা	কেচ্ছা/কিচ্ছা	kecchā / kiccā
আক্কেল	আক্কেল	ākkel
আইন	আইন	āin
খবর	খবোর	khabor
দরখাস্ত	দরখাস্তো	darkhāsto
বহর	বহোর	bahor
রায়	রায়	rāy
তারিখ	তারিখ	tārikh
জেলা	জেলা	jelā
জাহাজ	জাহাজ	jāhāj
হিসাব	হিসাব	hisāb
কাগজ	কাগোজ	kāgoj
মজবুত	মোজবুত	mojbut
সাহেব	সাহেব	sāheb
গরিব	গরিব	garib

তামাশা	তামশা	tāmshā
মলম	মলোম	malom
হাওয়া	হাওয়া	hāoyā
ফতুর	ফোতুর	fotur
ফয়চালা	ফয়চালা	faycālā
ফাজিল	ফাজিল	fājil
ফ্যাসাদ	ফ্যাসাদ	fæsād
বদল	বদোল	badol
রাজি	রাজি	rāji
হুঁকা	হুঁকা	h-nukā
হাকিম	হাকিম	hākim

খ) ফারসী শব্দ ঃ—

ফারসী শব্দ	প্রচলিত	রোমান
আন্দাজ	আন্দাজ	āndāj
আয়না	আয়না	āynā
কামাই	কামাই	kāmāi
কুস্তি	কুস্তি	kusti
মালিক	মালিক	mālik
চাকরি	চাকিরি	cākiri
জবাব	জবাব	jabāb
মেথর	মেথোর	methor
সর্দি	সোর্দি	sordi
আরাম	আরাম	ārām
কারবার	কারবার	karbār
চাবুক	চাবুক	cābuk
তৈয়ার	তৈয়ার	teyār
রাস্তা	রাস্তা	rāstā
সাদা	সাদা	sādā

আপসোস	আপসোস	āpsos
আশকারা	আশকারা	āshkārā
কারিগর	কারিগর	kārigar
খরগোশ	খরগোশ	khargosh
খাতা	খাতা	khātā
চালাক	চালাক	cālāk
বস্তা	বোস্তা	bostā
সানাই	সানাই	sānāi
আবাদ	আবাদ	ābād
ওস্তাদ	ওস্তাদ	ostād
কিশমিশ	কিশমিশ	kishmish
খুব	খুব	khub
গোলাপ	গোলাপ	golāp
চেহারা	চেহেরা	cheherā
ময়দা	ময়দা	maydā
সরকার	সরকার	sarkar
হাজার	হাজার	hājār
হিন্দু	হিন্দু	hindu

গ) তুর্কী শব্দ ঃ—

তুর্কী	প্রচলিত	রোমান
আলখাল্লা	আলখাল্লা	ālkhāllā
বাহাদুর	বাহাদুর	bāhādur
বেগম	ব্যাগম	bægam
বোচকা	বোচকা	bockā
কাবু	কাবু	kābu
কুলি	কুলি	kuli
তোপ	তোপ	top
দারগা	দারগা	dārgā
চকমকি	চকমোকি	cakmoki

ভ) পর্তুগীজ শব্দ ঃ—

পর্তুগীজ	প্রচলিত	রোমান
আতা	আতা	ātā
কামরা	কামরা	kāmrā
ফিতা	ফিতা	fitā
বালতি	বালটি	bālti
আলমারী	আলমারী	ālmārī
জানালা	জানলা	jānlā
পাউরুটি	পাউরুটি	pāuruti
সাগু	সাবু	sābu
আনারস	আনারস	ānārash
গুদাম	গুদাম	gudām
মিস্ত্রি	মিসতিরি	mistiri
বেহালা	বেহালা	behālā
আলকাতরা	আলকাতেরা	ālkāterā
চাবি	চাবি	cābi
পিস্তল	পিস্তল	pistal
যীশু	যীশু	jīshu

ঙ) ওলন্দাজ শব্দ ঃ—

ওলন্দাজ	প্রচলিত	রোমান
ইস্ক্রুপ	ইস্ক্রুপ	iskurup
রুইতন	রুইতন	ruitan
হরতন	হরতন	hartan
ইস্কাবন	ইস্কাবন	iskāban

চ) ইংরাজী শব্দ ঃ—

ইংরাজী	প্রচলিত	রোমান
লাট	লাট	lāt
টেবিল	টেবিল	tebil
চেয়ার	চেয়ার	ceyār
সেক্রেটারী	ছেকেটারী	cheketārī
স্কুল	ইস্কুল	iskul
কলেজ	কলেজ	kalej
স্টেশন	ইসটেশন	esteshan
ডাক্তার	ডাক্তার	dāktār
পুলিশ	পুলিশ	pulish
আপেল	আপেল	āpel
আরদালী	আরদালী	ārdalī
ইঞ্জিন	ইঞ্জিন	ingin
কেটিলি	কেটিলি	ketili
কেরোসিন	ক্যারোসিন	kærosin
ক্যামেরা	ক্যামেরা	kæmerā
ক্যাপ্তেন	ক্যাপ্তেন	kæpten
টিকিট	টিকিট	tikit
টিন	টিন	tin
নম্বর	নম্বর	nambar
কেক	কেক	kek

নিজস্ব শব্দ

তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী শব্দ ছাড়াও এমন কতগুলো শব্দ উত্তরবঙ্গের বহুল প্রচলিত কথ্য ভাষায় প্রচলিত রয়েছে, যাকে আমরা নিজস্ব শব্দ বলে চিহ্নিত করতে পারি। সাধারণত এই শব্দগুলি ব্যাক্তি ও বস্তু সত্ত্বার গতি প্রকৃতি ও ব্যবহারকে কেন্দ্র করেই প্রচলিত। তাছাড়া আলোচ্য শব্দগুলি কর্তার রকম ও ব্যবহার অনুসারেও ব্যবহৃত হয়।

ক) উত্তরবঙ্গ নদীমাতৃক ,এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা — কৃষিকাজ। কৃষি ও কৃষিকাজের ব্যবহৃত যন্ত্রাদি কতগুলি বিশেষ শব্দ দ্বারা চিহ্নিত হয়। যেমন—

প্রচলিত	রোমান
ব্যাদা	b æ dā
হাচকিনি	hāckini
জুকতি	jukti
বাসা	bāsā
খিলা	khilā
ন্যাংরা	næṅrā
প্যাসটা	pæstā
প্যান্টি	pænti
নব্দা	nabdā
ডাকালি	dākāli
ঈশ	īsh
টাকুরাশি	tākurāshi
কুস্‌সি	kussi
ইটা	itā
থুকুরা	thukurā
ঘইসা	ghoisā
জাকন	jākon
জাবুরা	jāburā

মাল্লি	mālli
ফাল	fāl
পাসুন	pāsun
উটকন	utkan
ফাউরা	fāurā

ঘর-গৃহস্থালি ও সংসার কেন্দ্রিক শব্দ ঃ

প্রচলিত	রোমান
ছাম	chām
গাইন	gāin
শামা	shāmā
খোটাই	khotāi
নোটাই	notāi
ঘাটা	ghātā
চাইলোন	cāilon
চেলা	cælā
ডেলি	deli
চংয়াই	cṅyāi
মাচা	māca
পিড়া	piṛā
তচলা	taclā
ডোকা	dokā
আখা	ākhā
পসুন	pasun
গছা	gachā
ন্যাম্পো	næmpo
ন্যালটেং	nælteṅ

সইন্তা	sointā
খন্তা	khantā
ঠগা	thagā
বুরুং	buruṅ
ঠুসি	thusi
জাকই	jākoi
খলাই	khalāi
ঝোকা	jhokā
জান	jān
দেওয়া	d æoyā
খুলখুলি	khulkhuli
ফোতা	fotā
দাগিলা	dāgilā
ঝোঙলা	jhoṅlā
ঢোঙল	dhoṅol
সোতর	sotor
তোমসা	tomshā
সিপা	sipā
ডিংরা	diṅrā
ঝেল্লা	jhællā
দুধকুশি	dudhkushi
ট্যাপোল	tæpol
ধোরকা	dhorkā
টেমাই	temāi

মানসিক অভিব্যক্তি প্রকাশক শব্দ ঃ—

প্রচলিত	রোমান
খলবলি	khalboli
কাউলান	kāulān
আউলায়	āulāy
ব্যাজার	bæjār
ব্যাকটায়	bæktāy
কেকোট-ব্যাকোট	kækot-bækot
ইকিল-ডিকিল	ikil-dikil
উরাং-বাইরাং	urāṅ-bāirāṅ
চিলাং-ঝাটাং	cilāṅ-jhātāṅ
সাল্লাত-পাচেলাত্	sāllāt-pācelāt
কোচর-মোচর	kocar-mocor
হোলোক পোচোক	holok-pocok
সেল্লেত	sællet
পাচ্চাত্	pāccāt
হাক্কাউ	hākkāu
ন্যাতের-প্যাতের	næter-pæter
খাক্কাউ	khākkāu
তকতকি	taktaki
গিটগিটি	gitgiti
হোসর-পোসর	hosor-posor
ওদোর-খোদোর	odor-khodor
বালাউ-ছালাউ	bālāu-chālāu
থ্যালথ্যালা	thælthælā
গলগলা	galgalā
হ্যাক-হ্যাকি	hæk-hæki

মানবদেহ কেন্দ্রিক শব্দ ঃ—

প্রচলিত	রোমান
ভয়া	vayā
নেবরাই	næbrāi
খইলা	khoilā
সিয়ানি	siyāni
পিলাই	pilāi
হোতলাই	hotlāi
গালসি	gālsi
ফাকতানি	fāktāni
পত্তিরি	pattiri
নাকেরকুড়া	nākerkurā
নাকসুঙা	nāksuṅā
চিপ	cip
কিলকানি	kilkāni
চরপাটা	carpātā

ব্যথার রকম-ফের কেন্দ্রিক শব্দ ঃ—

প্রচলিত	রোমান
রমরমি	ramromi
কনকনি	kankoni
ধাকাউধাকাউ	dhākāu-dhākāu
ঝিমঝিমানি	jhimjhimāni
ঠসঠসি	thasthasi
টকটকি	taktoki
ঢকঢকি	dhakdhoki

প্রত্যয়

যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি ধাতু-প্রকৃতি বা শব্দ-প্রকৃতির পরে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ বা ধাতু গঠন করে, সেই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে প্রত্যয় বলে। প্রত্যয় দু'রকম—কৃৎ-প্রত্যয় এবং তদ্ধিত প্রত্যয়। কৃৎ-প্রত্যয় যোগে কৃদন্ত শব্দ এবং তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে তদ্ধিতান্ত শব্দ গঠিত হয়। কৃদন্ত এবং তদ্ধিতান্ত শব্দের শেষে শব্দ বিভক্তি যোগ করলে আমরা কৃদন্তপদ এবং তদ্ধিতান্ত পদ পাই। কৃদন্ত ও তদ্ধিতান্ত পদগুলি বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের মতো ব্যবহৃত হয়। যেমন—

কৃদন্ত বিশেষ্য পদ   √মর্ +অন =মরণ

তদ্ধিতান্ত বিশেষণ পদ   দেশ +ঈ =দেশী

সংস্কৃত আশ্রিত বা সংস্কৃত-সম্পর্কিত যে-কোন ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত প্রত্যয়-গুলি ব্যবহার করা ছাড়াও নিজের নিজের প্রত্যয় ব্যবহার করে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের কথ্যভাষায় সংস্কৃত তদ্ধিত এবং কৃৎ-প্রত্যয়গুলিকে দেখানোর বিশেষ আবশ্যকতা না থাকায়, আমরা শুধু এই কথ্যভাষার নিজস্ব কিছু প্রত্যয়কে দেখানোর প্রয়াস পাব।

১। ধাতু প্রাতিপাদিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে বর্ণমালা শব্দ সৃষ্টি করে, তাকে বলা হয় 'কৃৎ-প্রত্যয়'। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কৃৎ-প্রত্যয়ের উদাহরণ—

ক) 'আ'- ক্রিয়াপদ গঠনের জন্য এবং অতীতকালের কর্মবাচ্যের বিশেষণ ও ক্রিয়া বোঝায়, এমন বিশেষণ পদ গঠনের জন্য ব্যবহৃত হয়,—

শব্দ	প্রত্যয়	প্রচলিত বিশেষণ পদ	রোমান
দেখ +	আ	দেখা	dækhā
ধোন্দ +	আ	ধোন্দা	dhondā
ঢাঙ +	আ	ঢাঙা	dhāṅā
নিকিল +	আ	নিকিলা	nikilā

ভূক +	আ	ভূকা	vūkā
পাছিল +	আ	পাছিলা	pāchilā
কিলকিল +	আ	কিলকিলা	kilkilā

খ) 'উনি'- ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ গঠনে ব্যবহার করা হয়,

শব্দ	প্রত্যয়	প্রচলিত বিশেষ্য পদ	রোমান
ঘুট +	উনি	ঘুটুনি	ghutuni
রাধ +	উনি	রাধুনি	rādhuni
চাল +	উনি	চালুনি	cāluni

গ) 'অই' - প্রত্যয়যুক্ত শব্দগুলি সাধারণত কর্মসম্পাদন বোঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন—

শব্দ	প্রত্যয়	প্রচলিত	রোমান
কাঁক +	অই	কাঁকই	k-nākoi
হাক +	অই	হাকই	hākoi

ঘ) 'আই' - কারক-বাক্যে এই প্রত্যয় হয়। যেমন—

শব্দ	প্রত্যয়	প্রচলিত	রোমান
মার +	আই	মারাই	mārāi
কাল +	আই	কালাই	kālāi
কাম +	আই	কামাই	kāmāi
বড় +	আই	বড়াই	barāi
কাট +	আই	কাটাই	kātāi
নড় +	আই	নড়াই	naṛāi

'আরি'-কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর এবং ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ গঠনে 'আরি' প্রত্যয় হয়। যেমন—

শব্দ	প্রত্যয়	প্রচলিত	রোমান
নাচ +	আরি	নাচারি	nācāri
কাচ +	আরি	কাচারি	kācāri
ব্যাপার +	আরি	ব্যাপারি	bæpāri
শাখ +	আরি	শাখারি	shākhāri
কাট +	আরি	কাটারি	kātāri

'ই'- বিশেষ্যপদ, দ্বৈতকর্মসম্পাদন এবং দীর্ঘসময় ধরে চলমান পদে 'ই'-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন—

বিশেষ্যপদ

শব্দ	প্রত্যয়	প্রচলিত	রোমান
কাউকাউ +	ই	কাউকাউয়ি	kāukāuyi
ঝাউঝাউ +	ই	ঝাউঝাউয়ি	jhāujhāuyi

দ্বৈতকর্মসম্পাদন

শব্দ	প্রত্যয়	প্রচলিত	রোমান
ডাঙাডাঙ +	ই	ডাঙাডাঙি	dāṅādāṅi
দুন্দা-দুন +	ই	দুন্দাদুন্দি	dundādundi
খুনা-খুন +	ই	খুনাখুনি	khunākhuni
ধরা-ধর +	ই	ধরাধরি	dharādhori

দীর্ঘসময় ধরে চলমান

শব্দ	প্রত্যয়	প্রচলিত	রোমান
লেখা-লেখ +	ই	লেখালেখি	lekhālekhi
দেখা-দেখ +	ই	দেখাদেখি	dækhādekhi
বোঝা-বুঝ +	ই	বোঝাবুঝি	bojhābujhi
চাওয়া-চাও +	ই	চাওয়াচাওয়ি	cāoyācāoyi

'উ' - সাধারণত 'স্বভাব' বোঝাবার জন্য, উ-প্রত্যয় যোগে পদ গঠিত হয়। যেমন—

শব্দ	প্রত্যয়	প্রচলিত পদ	রোমান
তেন্দুর +	উ	তেন্দুরু	tenduru
ঝগর +	উ	ঝগরু	jhagru
ভাকার +	উ	ভাকারু	vākāru

'আরু' -প্রত্যয় যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ গঠিত হয়। যেমন—

শব্দ	প্রত্যয়	পদ	রোমান
ডুব +	আরু	ডুবারু	dubāru
বুঝ +	আরু	বুঝারু	bujhāru
সাঁতা +	আরু	সাঁতারু	s-nātāru
মদ +	আরু	মদারু	madāru
গাঁজা +	আরু	গাঁজারু	g-najāru

'অতি'-স্ত্রী-লিঙ্গ বাচক কর্মে 'আতি' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন—

শব্দ	প্রত্যয়	পদ	রোমান
পো +	আতি	পোয়াতি	poyāti
বর +	আতি	বরাতি>বৈরাতি	bērāti
হাপ +	আতি	হাপাতি	hāpāti
শুক +	আতি	শুকাতি	shukāti

তদ্ধিত প্রত্যয়

ক) 'অই' - সম্বন্ধ/সম্পর্ক বোঝাবার জন্য ঃ—

প্রচলিত	রোমান
মাওই	māoi
তাওই	tāoi
জাঙৌই	jāṅoi

খ) 'আরু'- নাম বাচক বিশেষণের ক্ষেত্রে ঃ—

প্রচলিত	রোমান
শুকারু	shukāru
বুধারু	budhāru
সমারু	samāru
ভাকারু	vākāru

গ) 'আ'- কোন কিছুর 'ভাব', বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্য 'আ' প্রত্যয় যোগে পদ গঠিত হয়। যেমন—

প্রচলিত	রোমান
ভুষুংসুঙা	vuṣuṅsuṅyā
ফাংফাংয়া	fāṅfāṅya
গাংগাংয়া	gāṅgāṅyā
খোংখোংয়া	khoṅkhoṅya
ডোংডোংয়া	doṅdoṅyā
সাউসাউয়া	sāusāuyā
থাউথাউয়া	thāuthāuyā
গমগমা	gamgamā
কাউকাউয়া	kāukāuyā
প্যারপ্যারা	pærpærā
সকসকা	saksakā

ঘ) কর্ম বা জীবিকা বোঝানোর জন্য আতি, আর, আল প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—

প্রচলিত	রোমান
উকিলাতি	ukilāti
চুরাতি	curāti
শাকাতি	shākāti
মুচিয়ার	muciyār
ঢাকুয়ার	dhākuyār
গাড়িয়াল	gāṛiyāl
মইষাল	moisāl
ঘাটিয়াল	ghātiyāl

ঙ) স্ত্রী-লিঙ্গ বাচক অর্থে 'আনী' প্রত্যয় হয়। যেমন—

প্রচলিত	রোমান
দেওরানী	dæorānī
ধাইয়ানী	dhāiyānī
জেইটানী	jeitānī
ফেলানী	fælānī
ঘন্নি	ghonni
হাটুয়ানী	hātuyānī
মাস্টারনী	māstārnī

চ) স্বভাব-সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য 'উ' প্রত্যয় যোগে পদ গঠিত হয়। যেমন—

প্রচলিত	রোমান
ফুচকুটু	fuckutu
সুলকু	sulku
নটখটু	natkhotu
পোহাতু	pohātu
ধান্দারু	dhāndāru

ছ) 'য়া' — প্রত্যয় সাধারণত অনুকার শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন—

প্রচলিত	রোমান
ত্যালত্যালা	tæltælā
কুচকুচা	kuckucā
ভুতভুতা	vutvutā
ফটফটা	fatfatā
ঘুটঘুটা	ghutghutā
দগদগা	dagdagā
ঠনঠনা	thanthanā
সকসকা	saksakā
গ্যালগ্যালা	gælgælā
থ্যালথ্যালা	thælthælā

জ) বহুত্ব বাচক অর্থে -'লা' প্রত্যয় হয়। যেমন—

প্রচলিত	রোমান
ভাইল্লা	vāillā
কতলা	katlā
অতলা	atlā
এইলা	eilā

বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের শব্দের সৃষ্টি 'উত্তরবঙ্গের লোককথা'র; বা প্রচলিত মৌখিক ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রবহমান নদীর মতোই অগণিত প্রত্যয় শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে চলেছে, যার প্রমাণ আমরা পরিশিষ্টে সংগৃহিত লোককথায় ব্যবহৃত কথ্যভাষার মধ্যে পেতে পারি। আলোচ্য অংশে শুধু সংগৃহিত লোককথাগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশেষ বিশেষ কিছু প্রত্যয়ের আলোচনার প্রয়াস করা হল।

কারক-শব্দ বিভক্তি

শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে নামপদের সৃষ্টি হয়, এই বিভক্তিগুলো শব্দ-বিভক্তি নামে পরিচিত। এই শব্দ-বিভক্তি দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কারক বোঝা যায়। উত্তরবঙ্গের সংগৃহিত লোককথায়, একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, প্রত্যেক প্রকার কারকের সঙ্গে সাধারণত পৃথক পৃথক বিভক্তি নির্ধারিত হয়।

কারক	বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
কর্তৃ	প্রথমা	অ, য়া	লা, গিলা, গুলা, ঘর, সউগ
কর্ম	দ্বিতীয়া	অক্, আক	আক, ঘরক, গিলাক
করণ	তৃতীয়া	অকদিয়া	অকদিয়া, গিলাক দিয়া
সম্প্রদান	চতুর্থী	অক	আক, ঘরক, গিলাক
অপাদান	পঞ্চমী	হাতে, থাকি	গুলা হাতে, গুলার থাকি
অধিকরণ	সপ্তমী	অৎ/টে	আৎ/টে
সম্বন্ধ	ষষ্ঠী	অর, এর	গিলার, ঘরের

কারক, বিভক্তি, বচন-রূপ আলোচনার জন্য সর্বনাম পদ—'মুই' দিয়ে আলোচনার প্রয়াস করব। উত্তরবঙ্গের প্রচলিত কথ্য ভাষায় 'মুই' উত্তম পুরুষ, মৈথিলি—'মুঁ' থেকে 'মুই' যা বাংলায় 'আমি'।

মৈথিলি 'মুঁ'> 'মুঞ'> 'মুঁই'> 'মুই'।

কারক	বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
কর্তৃ	প্রথমা	মুই	আমরা, আমরালা
কর্ম	দ্বিতীয়া	মোক	আমাকলাক
করণ	তৃতীয়া	মোকদিয়া	আমাকদিয়া
সম্প্রদান	চতুর্থী	মোক	আমাক
অপাদান	পঞ্চমী	মোরটে থাকি/ হাতে	আমারটে থাকি / হাতে
অধিকরণ	সপ্তমী	মোরটে	আমারটে
সম্বন্ধ	ষষ্ঠী	মোর	আমারগুলার

*স্থান প্রভেদে আমার > হামার, আ > হা উচ্চারিত হয়।

ক্রিয়ার কাল

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেসব লোককথা সংগৃহিত হয়েছে, সেইসব লোককথার বর্ণিত ভাষ্যে মোট নয় (৯) প্রকার ক্রিয়ার কাল পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে বচন, পুরুষ এবং কালভেদে ক্রিয়া বিভক্তির রূপ বর্ণিত হল—

কাল	প্রথম পুরুষ		মধ্যম পুরুষ		উত্তম পুরুষ	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
সাধারণ বর্তমান	য়, এ	য়, এ, এন	ইস	এন	অঙ	ই
ঘটমান বর্তমান	ধরচে, নাইগচে	ধরচে, নাইগচে	ধরচিস,নাইগচিস	ধরচেন,নাইগচেন	ধরচুং, নাইগচুং	ধরচি, নাইগচি
পুরাঘটিত বর্তমান	চে, ইলেক	ইলেক, ইলচে	লু, চিস	ইলেক, চেন	লুং	লাং
আদেশ বা অনুজ্ঞা	উক	উক	অ, এক	ও		
অতীতকাল	ইচে	ইচে	ইচিস, চিস	চেন, ইচেন	চং, ইচং	চি, ইচি
ঘটমান অতীত	চিল, চিলেক	চিল, চিলেক	চিলু	চিলেন	চিলু	চিলাং
নিত্যবৃত্ত অতীত	চে	চে	চিস	চেন	চুং	চি
সাধারণ ভবিষ্যৎ	বে, ইবে	বে, ইবে, ইবেন	বু, ইবু	বেন, ইবেন	ইম	ম, ইমু
ঘটমান ভবিষ্যৎ	ইবে, ইকবে	বে, ইবে	ইবু	ইবেন	ইম	মু

প্রয়োগ ঃ- 'কর' ধাতু

কাল	প্রথম পুরুষ		মধ্যম পুরুষ		উত্তম পুরুষ	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
সাধারণ বর্তমান	উনায় করে	উমরা করে	তুই করিস	তোমরা করেন	মুই করোং	আমরা করি
ঘটমান বর্তমান	উনায় করির ধরচে	উমরা করির ধরচে	তুই করির ধইরচিস	তোমরা করির ধইরচেন	মুই করির ধরচুং	আমরা করির ধরচি
পুরাঘটিত বর্তমান	উনায় করিচে	উমরা করিলেক	তুই করিচিস	তোমরা করিলেন	মুই করিলুং	আমরা করিলাং
আদেশ বা অনুজ্ঞা	উনায় করুক	উমরা করুক	তুই করেক	তোমরা কর		
অতীতকাল	উনায় করিচে	উমরা করিচে	তুই করিচিস	তোমরা করিচেন	মুই করিচুং	আমরা করিচি
ঘটমান অতীত	উনায় করির ধইরচিল	উমরা করির ধইরচিলেক	তুই করির ধইরচিলু	তোমরা করির ধইরচিলেন	মুই করির ধইরচিলুং	আমরা করির ধইরচিলাং
নিত্যবৃত্ত অতীত	উনায় করিচে	উমরা করিচে	তুই করিচিস	তোমরা করিচেন	মুই করিচুং	আমরা করিচি
সাধারণ ভবিষ্যৎ	উনায় করিবে	উমরা করিবে	তুই করিবু	তোমরা করিবেন	মুই করিম	আমরা করিমু
ঘটমান ভবিষ্যৎ	উনায় করিতে থাকিবে	উমরা করিতে থাকিবে	তুই করিতে থাকিবু	তোমরা করিতে থাকিবেন	মুই করিতে থাকিম	আমরা করিতে থাকিমু

উত্তরবঙ্গের লোককথা-সম্বোধন রীতি

সংগৃহিত লোককথাগুলির ভাষায় কারুকে সম্বোধন করতে হলে বক্তার সামনে দু'টি বিকল্প থাকে, মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে 'তুই' এবং 'তোমরা', এই সম্বোধন নির্ভর করে পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে। লোককথার এই সম্বোধন রীতি অর্থাৎ 'তুই' এবং 'তোমরা' মধ্যম পুরুষ সর্বনাম ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের সমাজ মানসিকতার সম্ভ্রম কাঠামোর একটি ধারনা পাওয়া যায়।

একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, লোককথাগুলির সম্ভাষণ পদ্ধতিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্ণায়ক হয়েছে সামাজিক অবস্থান বা ক্ষমতা। উত্তরবঙ্গের শ্রেণিবিভক্ত সমাজ কাঠামোর ছাপ এই সম্ভাষণ রীতির মধ্যে স্পষ্ট। আমরা সংগৃহিত লোককথাগুলি অনুসরণ করলে দেখতে পাব যে, তৎকালীন সমাজে সামাজিকভাবে যারা ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক যেমন— রাজা, রানী, মন্ত্রী, রাজকুমার, বৈদ্য, কবিরাজ (সমাজের সম্মাননীয় স্তর); তাদের ক্ষেত্রে 'তোমরা' সম্ভাষণ ব্যবহৃত হয়েছে। আবার রাখোয়াল, চাষা, মালি, চাকর (সমাজের নিম্ন কর্মজীবি স্তর) তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সম্ভাষণ— 'তুই'।

উদাহরণ হিসেবে আমরা বিশেষ কয়েকটি লোককথার কয়েকটি বাক্যকে আলোচনার জন্য তুলে ধরতে পারি।

১. জোলা রাজাক দুই হাত জোর করিয়া কয় ঃ তোমরা মোক তিনটা দিন সমায় দেও।

'জোলার গণাপারা'

২. চন্দরা ভাতারের মাথাত ত্যাল বসে দেয়.....'তোমার মাথাত এখান কাটার দাগ ক্যানে?'

'কপালের লিখন'

৩. শিয়াল...ঘুরিয়া বাঘক কৈলেক ঠাকুর চিন্তা কেনে? হামরা তোমার চিরদিনের গোলাম।

'ঠাকুর পরামাণিকের পাঠা'

৪. চোর দুইঝন... ফুসফুসিয়া কয় আরে জোলা... বাইর করি দিবু।

'নাল সুতা'

৫. মইশাললা জোলাক বাথান নিয়া গেইলেক।

'জোলা আর টেনটোন'

এ ধরনের উদাহরণ সমস্ত লোককথার সংকলনেই ছড়িয়ে আছে। তাই আমরা বুঝতে পারি

সর্বনাম বা সম্ভ্রমবাচক ক্রিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিচার্য হচ্ছে উদ্দিষ্ট চরিত্রের সামাজিক ক্ষমতাগত অবস্থান।

উত্তরবঙ্গের বহুল প্রচলিত লোককথাগুলিতে প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় কোন প্রভাব লক্ষিত হয় না। সেদিক থেকে বলা যেতে পারে উত্তরবঙ্গের প্রচলিত লোককথাগুলি ধর্মচিন্তা নিরপেক্ষ মানবিক চরিত্র নীতি যা উত্তরবঙ্গের সুপ্রাচীন মিলন ঐক্যের ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। কিন্তু কালের বিবর্তনে, লোককথার পরিভ্রমণ প্রভাবের ফলেও হতে পারে, পরবর্তীকালে নানাভাবে লোককথাগুলির মধ্যে কিছু কিছু ধর্মীয় ছাপ দেখা যায়, নৃ-গোষ্ঠীর মতন না হলেও লোককথাগুলির ভাষার মধ্যে ধর্মীয় প্রভাব কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়। আমরা দেখতে পাব যে, বেশ কিছু লোককথার মধ্যে ধর্মীয় শব্দ, আত্মীয় সূচক শব্দ, নামকরণ বা অন্যান্য শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেমন হিন্দু ধর্মের বা হিন্দুপুরাণের প্রসঙ্গ এসেছে, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলিম ধর্মেব,তার রীতি-নীতি বা সংস্কারের ছাপও রয়েছে। সুতরাং সংকলিত লোককথাগুলি থেকে আমরা ধর্মীয় জনগোষ্ঠী সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে পারি।

ক) সেদিন স্বর্গোত আছিলো দেবতাগুলার সভা।

'জোলা আর টেনটোন'

খ) রানী ধরলেক মহারাজক, গণক ঠাকুর — জোলাক আনিয়া হারখান বির করি দিবার বাদে।

'জোলার গণাপারা'

গ) নাউয়া বামোনোক ধরি বাঘের বাড়ি বুলি হাটা কারাইল।

'নাউয়া-বামোনের উককাথা'

ঘ) যমরাজ সখার আত্মাটাক ধরি স্বর্গোত চলি গেইলেক।

'যমরাজের খবর'

ঙ) জোলাক মাটির তলত পোতে থোয়া হবে।

'নাল-সুতা'

চ) ইন্দ্রপুরীর কইন্যাটাকে খালি বিয়াওখান করালুং মাত্র।

'কাউয়া প্যাঁচার কাজিয়া'

ভাষার ভিন্নতা যেমন স্থান প্রভেদে হয়, তেমনি পরিস্থিতির পার্থক্যও হয়। ভিন্ন সামাজিক শ্রেণির

জন্যও ভাষায় পার্থক্য ঘটে। ভাষার পার্থক্য ঘটার আর একটি অন্যতম কারণ — লিঙ্গ। মুখের ভাষা বা বুলির উপর লিঙ্গের প্রভাবকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

আমাদের এই পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর ভাষা ব্যবহারের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা পুরুষের ভাষায় থাকে না। উত্তরবঙ্গের লোককথায় নারীর নিজস্ব জগতের চকিত প্রকাশ আমরা নারীর ভাষায় পাই। লোককথাগুলিতে আমরা নারীর ভাষাতে নারীকেন্দ্রিক উপস্থিতি লক্ষ্য করতে পারি। নারীদের উপভাষার শব্দ ব্যবহার ও বাক্য বিন্যাসের যে সাধারণ সূত্রগুলো ভাষা-বিজ্ঞানীর উল্লেখ করেছেন, আমি তার বিস্তারিত তথ্যে না গিয়ে উত্তরবঙ্গের লোককথার স্ত্রী-বাচক শব্দগুলির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যেভাবে পুরুষ প্রধান সমাজের ছাপ পাওয়া যায় তা দেখানোর প্রয়াস পাব।

ক) ভালভাল নান্দিবারি জুলি উনার ভাইয়োক খোয়ায়। ('নাল সুতা')

বাক্যে ক্রিয়ার ব্যবহার থেকে বোঝা যায় পুরুষ শাসিত সমাজে রান্না করা এবং খাওয়ানোর দায়-দায়িত্ব একমাত্র নারীরই।

খ)প্যাঁচাখালি মনে মনে ধেন্দেলায় কেংকরি গোরুরের গাবুর মাইয়াটাক বিছিনাত টানা যায়। ('প্যাঁচার চালাকি')

বাক্যটিতে 'মাইয়াক বিছিনাত টানা'র অধিকার একমাত্র পুরুষের,কিন্তু পুরুষকে বিছানায় টানার অধিকার যেন নারীর নয়।

গ) মাটির এ্যাকটা ভাঙা নোটাত্ এ্যাক নোটা জল দিয়ায় বেটার বৌ খালাস। ('বুড়ার বেটার শিক্ষা')

'খালাস' শব্দটি নারীর ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। যেমন গর্ভধারণ ও গর্ভখালাস। 'এ্যাক নোটা জল দিয়ায়' তাই 'বেটার বৌ খালাস' বা মুক্তি পেতে চেয়েছে।

ঘ) সাতভাইয়ের মধ্যত এ্যাকেখুনা বইনি, তাকে দিছে জোলার নগত বিয়াও।('জোলা আর টেনটোন')

পুরুষ শাসিত সমাজে বিয়ে করা মেয়েদের ইচ্ছাধীন নয়, মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয় এবং তা পুরুষের ইচ্ছানুসারেই।

এছাড়াও লোককথাগুলি থেকে এমন কিছু শব্দ আমরা খুঁজে পেতে পারি তা যেমন কেবলমাত্র নারীদের মুখের ভাষায় ব্যবহৃত হয় ঠিক তেমনি এই সমস্ত শব্দ নারীদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন - এ্যালাবা,হের,আব্বু,আলাই-বালাই,থুক্কু,আকাটি-বিকাটি, ছিঃ-তো ইত্যাদি।